JAN … 2001
দৈনিক সংবাদ

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই

সব বই স্কুলে না পৌঁছুলেও খোলাবাজারে পাওয়া যাচ্ছে

সালাম জুবায়ের ঃ নতুন বছরে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রাথমিক স্তরের নতুন সব পাঠ্যবই এখনো স্কুলগুলোতে পৌঁছেনি; কিন্তু খোলাবাজারে পাওয়া যাচ্ছে। স্কুল থেকে বিনামূল্যে না পেয়ে অনেক অভিভাবক এসব বই চড়াদামে কিনে সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। অন্যদিকে এখনো সব বই না পাওয়ায় অনেক স্কুলে ক্লাস শুরু হতে পারছে না। অনেক স্কুল আবার বই সব না পেয়েও নামকাওয়াস্তে ক্লাস চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক হযবরল অবস্থা চলছে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সরকার থেকে বিনামূল্যে বই দেয়া হয়। শিক্ষা বছর শুরুর অনেক আগেই টেন্ডার ডেকে বই ছাপা এবং ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তা স্কুলে স্কুলে পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; কিন্তু কোন বছরই সময়মতো বই ছাপা ও বিতরণ করা হয় না। এবারও হয়নি। তবে

পাঠ্য বই ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

পাঠ্যবই ঃ খোলাবাজারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলে স্কুলে নতুন বই না পৌঁছলেও বাজারে ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে।

এবার টেন্ডার জটিলতার জন্য বই ছাপা সময়মতো শেষ করা সম্ভব হয়নি। ফলে বই স্কুলে স্কুলে পাঠাতেও দেরি হচ্ছে। গতকাল ঢাকা এবং আশপাশের একাধিক স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অধিকাংশ স্কুলে মাত্র ৫০ শতাংশ বই পৌঁছেছে। বাকি বই কবে পাওয়া যাবে তা স্কুল শিক্ষকরা জানেন না। তবে ৩/৪ দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন বলে তারা আশা করছেন।

ঢাকার জিগাতলা এলাকার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণীর সব বই পৌঁছেছে। শিক্ষকগণ তা বিতরণও করেছেন; কিন্তু ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সব বিষয়ের সব বই পৌঁছেনি। কোন বইয়ের ২০ ভাগ, কোন বইয়ের ৫০ ভাগ পৌঁছেছে। কয়েকটি বিষয়ের কোন বইই স্কুলে যায়নি। তবু সে স্কুলে ক্লাস শুরু করা হয়েছে। একজন শিক্ষক জানান, প্রত্যেক ছাত্রকে সব নতুন বই দেয়া হয় না। অনেকেই গত বছরের ব্যবহার করা বই এবার ব্যবহার করবে। সে বই ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে সীমিতভাবে ক্লাস চালানো সম্ভব হচ্ছে।

ঢাকার কাছে নারায়ণগঞ্জের কয়েকটি স্কুলে খোঁজ নিয়ে একই চিত্র পাওয়া যায়। একটি স্কুলে ১ম, ২য় ও ৫ম শ্রেণীর বই সবই ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে; কিন্তু অন্য ৩টি শ্রেণীর কোনটিরই সব বই পাওয়া যায়নি। সে স্কুলে ৩য় শ্রেণীর ৫৫ সেট বইয়ের মধ্যে ৩৫ সেট, ৪র্থ শ্রেণীর ৫২ সেটের মধ্যে ২৫ সেট বই পাওয়া গেছে। অন্য আরেকটি স্কুলে ২য় শ্রেণীর সব এবং ১ম শ্রেণীর গণিত বই ছাড়া সব বই পৌঁছেছে। কিন্তু ৩য় শ্রেণীর শুধু গণিত বই, ৪র্থ শ্রেণীর শুধু বিজ্ঞান বই এবং ৫ম শ্রেণীর শুধু ইংরেজি ও সমাজ বই চাহিদা অনুযায়ী পেয়েছে। বাকি বই ৩/৪ দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে এটা তারা জানতে পেরেছেন বলে এ প্রতিবেদককে জানান।

এসব স্কুলে ৫০ শতাংশ পুরনো বই বিতরণ করার কথা থাকলেও তা সম্ভব নয়। কারণ পুরনো বইয়ের ৭৫ ভাগই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

স্কুলগুলোতে সব বই না পৌঁছলেও বাজারে ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে চলতি বছরে ছাপা বইও আছে। বিনামূল্যে বিতরণের বই প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হওয়ার কথা নয়; কিন্তু হচ্ছে।

গতকাল সকালের দিকে ঢাকার বইপাড়া বাংলাবাজারে গিয়ে দেখা যায়, এমন কোন শ্রেণী এবং বিষয় নেই যার বই পাওয়া যায় না।

তবে এসব বইয়ের মধ্যে এ বছর ছাপা বই খুব কম। অধিকাংশই গত বছর বা তার আগের বছর ছাপা হওয়া বই। তবে ক্রেতারা যখন কিনছেন তখন এটা কোন্ বছর ছাপা হয়েছে তা খুব একটা দেখেন না। তারা সব বই নতুন বই হিসেবেই কিনছেন। এবছর ছাপা অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। যেহেতু বিনামূল্যের বই তাই বইয়ের গায়ে কোন দাম উল্লেখ নেই। ফলে যা ইচ্ছে দাম হাঁকা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রতিবেদক ১ম শ্রেণীর ১ সেট বই (৩টি) কিনতে চাইলে প্রথমে দাম চাওয়া হয় ৭০ টাকা। পরে দোকানি তা ৫০ টাকায় দিতে রাজি হন। ২য় শ্রেণীর বই দরদামের পর ৬০ টাকায় বিক্রি করতে রাজি হন দোকানি।

শুধু বাংলাবাজার নয়, ঢাকার বিভিন্ন বাজার এবং নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন বই বিপণিতে খোঁজ নিয়ে একই চিত্র পাওয়া যায়।